আজকের কাগজ

তারিখ 17 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

17

স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি সমস্যাঃ ফাঁকাবুলির শিক্ষা ব্যবস্থা

ভর্তি সমস্যা নতুন কোন বিষয় বা সমস্যা নয়। এসএসসি পাস করার পর এইচএসসি-তে ভর্তির সমস্যা, এইচএসসি পাস করার পর স্নাতক ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যাসহ তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি সমস্যা রুটিন মাফিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। তবে এ নিয়ে লেখা, বলা বা ভাবার (তর্ক করার) মূল কারণ হল- সরকারের শিক্ষার অগ্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা দেশ-বিদেশে প্রচারণা। সভা-সেমিনারে শিক্ষার গুরুত্বারূপ। সরকারের ভাষায় মনে হয় যেন-আলদ্বীনের মেজিক ল্যাম্পের পরশে গোটা জাতির ভাগ্য মুহূর্তে পাল্টে দিতে পারে। স্বৈরাচারের দীর্ঘ মেয়াদী রন্ধ্রাত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অকস্মাৎ গণতন্ত্রের মহাসমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়ছে বর্তমান সরকার। শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র পথে গণতন্ত্রের নহর বইয়ে দিচ্ছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার কিঞ্চিত সময়টুকুও নেই। গণতন্ত্রের নবআবিষ্কৃত পন্থা হল খাদ্যের বিনিময়ে (পড়া লেখা) শিক্ষা। জনগণ নিয়ে সরকারের কতটুকু দায় (ঠেকা) হলে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। ফাঁকাবুলি না হলে বাঁচি।

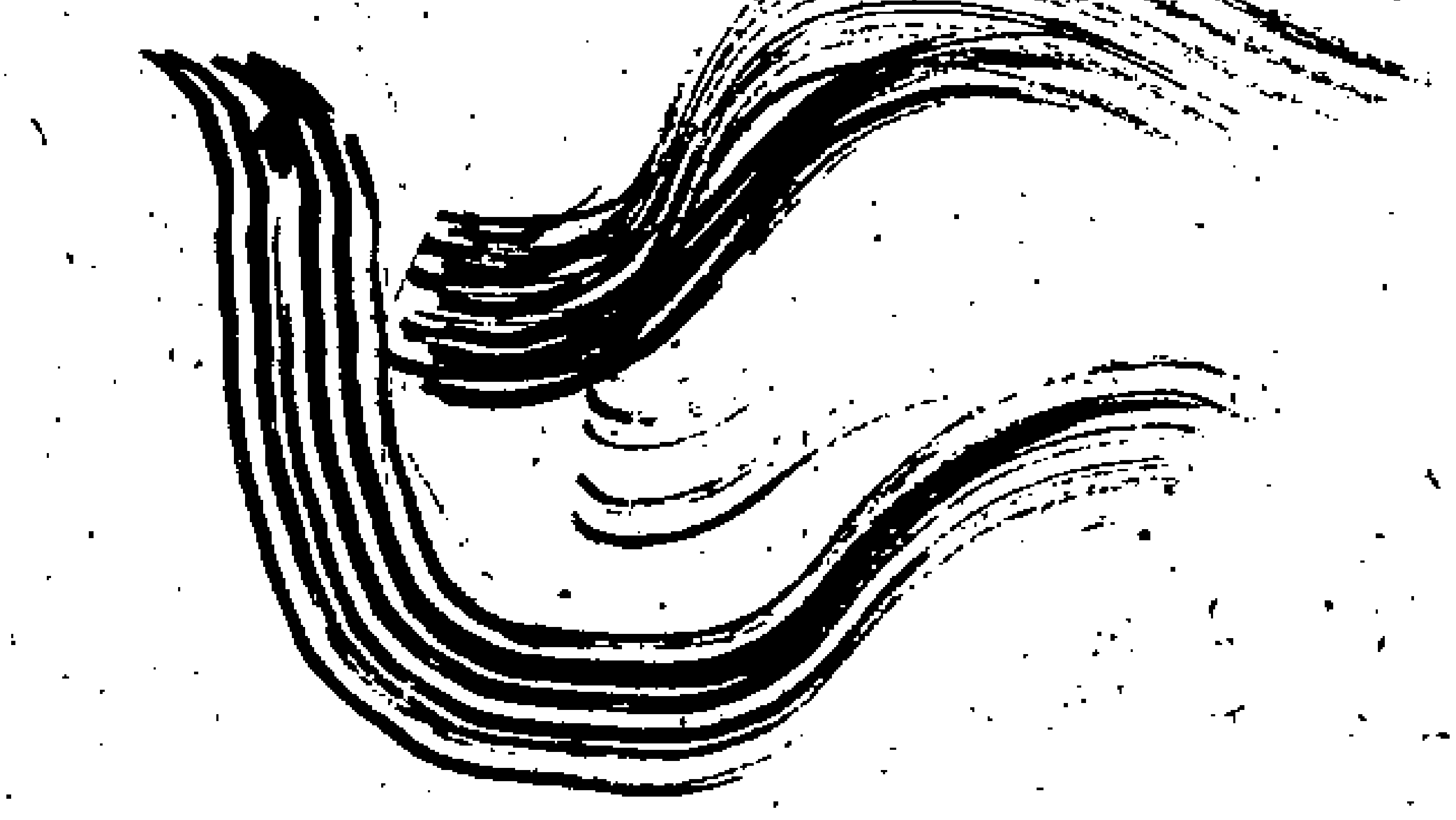

সারাদেশে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির আসনসংখ্যা মাত্র ৩৪ হাজার। এবার (১৯৯৩ইং) পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার (প্রথম বিভাগ ২১৫৮৩ জন দ্বিতীয় বিভাগ- ৭০২০৩ জন, তৃতীয় বিভাগ- ৪৩৮৮৪ জন)। আসন সংখ্যা অনুপাতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদেশের খ্যাতনামা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বাদ কার নেই? কিন্তু দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সীমিত সংখ্যক আসন। শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষা বাবৎ ব্যয় কোনটাই আজ জনসাধারণের সাধ্যের ভেতর নেই। গুটি কতক ছাত্র-ছাত্রীই (বৃত্তবান ছাত্র-ছাত্রী!) উচ্চ শিক্ষা লাভে সমূহ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। দরিদ্র ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় টিকেও পড়ার খরচ চালাতে না পেরে শিক্ষা বিরতি ঘটে। ধনী ছাত্রটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে না টিকিলে বিদেশের বিখ্যাত কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য সুব্যবস্থা করে নেয় .....। সবচেয়ে নির্মম সত্য হল যে, দরিদ্র এ দেশের লাখ লাখ যুবক/যুবতী ছকবাধা নিয়মে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিপতিত হচ্ছে। প্রতিবছর এঁদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। বেকারত্ব, হতাশা, অসহায়ত্বে যুব সমাজের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হচ্ছে।

গন্ডিবদ্ধ চত্বরে আবদ্ধ না থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা প্রসার সমভিব্যাহারে বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ঘোষণা, বিবৃতি, মিষ্টি কথা, আশা-ভরসার কথা শুনে কান ঝালাপালা করছে। ফাঁকাবুলি বড়ই অসহ্য। শিক্ষকদের সকল সিট পূরণ করতে হবে। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে ডবল শিফ্ট চালু করতে হবে। নৈশ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রাম পর্যায়েও চালু করতে হবে। এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রতন চন্দ্র দেবনাথ
গ্রাম + ডাকঃ রায়পুর,
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।